ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মবিঅ-এর প্রকল্পের কার্যকারিতা

বেগম রোকসানা মিলি *
মোঃ লুৎফর রহমান **

Effectiveness of Projects of the Directorate of Women's Affairs in upgrading the socio-economic condition of rural women. Begum Ruksana Mili / Md. Lutfar Rahman

Abstract : Since independence, the successive governments of Bangladesh have been introducing a lot of welfare initiatives for the women, the worst victim and deprived segment of society. In this trend, the Women Rehabilitation Board was constituted for the first time just after liberation on 18th February, 1972 to rehabilitate the war affected women. With the passage of time, the GOB efforts to rescue women from their marginal position are extended countrywide perspective. Among this efforts and institutional arrangements, Ministry of Women and Children Affairs has been emerging as the leading agency for formulating, planning, supervising, monitoring and implementing development policies, programs and projects concerning women affairs. This national machinery has now been implementing twenty-one development projects regarding poverty alleviation, awareness building, violence, employment generation, institution building through field level offices i.e. Zilla and Thana level Women Affairs Department. The focus of this paper is on the institutional arrangements and programs and their impact on the socio-economic status of target groups. The findings of this study substantiate the facts that the micro-credit programmer under project conducted by different organizations are yet to bring any radical change regarding the stereotyped marginal position women. The study also argued here that the present amount of micro-credit and its disbursement and receiving system will never be helpful to eradicate massive poverty, unemployment, illiteracy and disgraceful social and domestic position of women.

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
** গবেষক।

বর্তমান বিশ্বের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ধারায় নারী উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমাত্রিক ধারণা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল স্রোতধারার একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে নারী উন্নয়ন সমধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। ১৯৯১ সনের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১০৫.০ মিলিয়ন। এর মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ৫২.৪ মিলিয়ন অর্থাৎ জনসংখ্যার ৪৯% ভাগ। যদিও জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা, তবুও তারা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে। অধিকাংশ মহিলা দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ সীমিত। অথচ চরম দারিদ্র, বঞ্চনা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, বেকারত্ব ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে আত্ম-নির্ভরশীলতার নীতিতে জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর সাথে মহিলা সমাজের বিভিন্ন সামাজিক ও উৎপাদনমুখী কর্মতৎপরতায় অংশ গ্রহণ অপরিহার্য। মোট কথা দেশের দ্রুত ও সমতাভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলাদের উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। বিশ্বের সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সর্বাপেক্ষা বিবেচিত জনগোষ্ঠি হচ্ছে মহিলা। গতিশীল কর্মমুখর চালিকা শক্তি হচ্ছে মহিলা শক্তি, বাংলাদেশে এ শক্তি জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ। এই সত্যকে উপলব্ধি করে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। এই অধিদপ্তর দেশের মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, মহিলাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী তথা আত্ম-নির্ভরশীল করে সুখী ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা এবং পারিবারিক ও সমাজ জীবনের যে কোন কর্মকান্ডে মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া, মহিলা সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা সার্বিক উন্নয়নের নিমিত্তে যে সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে তার মধ্য থেকে বেসরকারী সংগঠনসমূহের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য সমষ্টিভিত্তিক কর্মসূচি প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) এর উদ্দেশ্য, কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল, সমস্যাদি, প্রকল্প থেকে সুবিধা প্রাপ্ত গোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়াদি

আলোচনা করাই আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, উন্নয়ন প্রকল্প ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা মূল্যায়ন প্রসঙ্গটিও বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

সমস্যার বর্ণনা ও গবেষণার গুরুত্ব

শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয়, অগ্রসরমান বিশ্বের সাধারণ চিত্রায়নে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্যমুখর একটি সমাজ ব্যবস্থাই দৃশ্যমান হয় যেখানে সম্পদ, মর্যাদা, ক্ষমতা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর সুষম অধিকারের প্রসঙ্গটি অবহেলিত হয়ে আসছে। সমূহ আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে যে, এ বঞ্চনা, রাষ্ট্র, সমাজ পরিবার ও ব্যক্তি অত্যন্ত সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর বস্তুগত সম্পদ প্রাপ্তির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানের উন্নতি হলেও তাদের অবস্থানগত অর্থাৎ মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং অধিকার অর্জনের পথ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রশস্ত হয়নি।

বাংলাদেশের মহিলারা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পুরুষদের চেয়ে অনেক পশ্চাতে রয়েছে। পুরুষের শিক্ষার হার যেখানে ৫৫%, সেখানে মহিলা শিক্ষার গড় হার ৩৮.৭০%। প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যূনতম ২০০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যের যোগান যেখানে প্রয়োজন সেখানে বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী ১২০০ থেকে ১৫০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্যের যোগান দিতেও সক্ষম নয়। অপুষ্টিজনিত কারণে নারী ও শিশু মৃত্যুর হার তাই অত্যধিক। নারী নির্যাতনের প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই কাজে পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। মোট কথা বাংলাদেশের নারীরা বিশেষতঃ গ্রাম্য মহিলারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থানের সুযোগ, সম্পত্তির মালিকানা, মজুরী ও বেতন, প্রশিক্ষণের সুযোগ ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে নীতি নির্ধারণের সুযোগ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার। ফলে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলারা যথাযথ অবদান রাখতে পারছে না।

যদিও গত কয়েক দশকে এসব সমস্যার প্রতি গুরুত্বারোপ করার ফলে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তবুও মহিলাদের অর্থকরী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও

সংশ্লিষ্ট নানা বিশেষ সমস্যা ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অভাবে তাদের অবস্থা ও অবস্থানের সঠিক গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না। (Mc Carth, et al., ১৯৭৮ ঃ৬)। বাংলাদেশের মহিলাদের উপর লিখতে গিয়ে ক্লে ও খান (Clay and Khan, ১৯৭৭ ঃ ২৩) বলেছেন যে, গ্রামীণ মহিলাদের অর্থকরী কাজে নিয়োগ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি ''অন্ধকারে ঢাকা'' এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৭৪ এবং পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালের জাতীয় শুমারী মহিলাদের অনেক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে 'গৃহস্থলীর কাজ' বলে সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে প্রথমতঃ এ অন্ধকারকে আরো গভীরতর করে তোলে। দ্বিতীয়তঃ অর্থকরী কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যাপারটা বৈশিষ্ট্যগতভাবে পুরুষদের অংশগ্রহণ থেকে ভিন্ন। তৃতীয়তঃ গ্রামীণ মহিলাদের প্রকৃত ধ্যান-ধারণা, আচরণ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অর্থকরী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি সম্পর্কে নানামত বা ধারণা বিশেষতঃ পুরুষদের এ বিষয়ে ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন, সাধারণভাবে গ্রামীণ মহিলাদেরকে লাজুক, দুর্বল, শুধুমাত্র গার্হস্থ্য ও সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন করার কাজে উপযোগী, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে পুরুষের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনুৎপাদনশীল বলে মনে করা হয়। মহিলাদের সম্পর্কে এ ধারণা মূলতঃ পুরুষদের কাছ থেকেই পাওয়া এবং মহিলাদের এ চিত্র চিত্রায়ণের পেছনে পুরুষদের স্বার্থ কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। মহিলাদের সম্পর্কে খন্ডিত এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সম্পর্কে বিশেষতঃ তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা যেমন-কাজের অবস্থা, আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে তাই গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার মহিলাদেরকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত করে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচির বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (মবিঅ) সরকারের মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়নে

নিয়োজিত এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেটি মহিলা বিষয়ক দপ্তর থেকে ১৯৯০ সনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রাইভেট সেক্টর এখনও তেমন শক্তিশালী নয় এবং গণ উন্নয়ন খাতে প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকা প্রশংসনীয় নয়। তাই সরকার নিজের স্বার্থে উন্নয়নের সকল খাত নিজের আয়ত্তে রেখেছে। সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করতে পারছে কি না, তা অনুশীলন করার উদ্দেশ্যে গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে এই সেক্টরকে নির্বাচন করা হয়েছে।

এ বিষয়ের উপর পরিচালিত গবেষণা কর্মটি বস্তুতঃ পরবর্তীতে আরও মৌলিক গবেষণার পথ প্রশস্ত করবে এবং উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় (mainstreaming) গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়ন ও কল্যাণ বিষয়ক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী একীভূত করণে নীতি নির্ধারক ও পরিকল্পনাবিদদের সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী

গবেষণা কর্মটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারী উন্নয়নে ও ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার জাতীয় অবকাঠামো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর জেলা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যকরী ভূমিকা পরীক্ষা করা। বস্তুতঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ অংশগ্রহণকারী নারীদের আর্থ-সামাজিক জীবনকে কতটা, কিভাবে প্রভাবিত করছে, সে বিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াঃ

ক) দারিদ্র্য বিমোচন, সচেতনতা বৃদ্ধি, আয়ের উৎস সৃষ্টি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য গৃহীত মবিঅ এর দায়িত্বশীলতা ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ;

খ) মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালনার বাস্তব সমস্যা অনুসন্ধান;

গ) মবিঅ এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও স্কীমসমূহ সম্পর্কে সুবিধাভোগী শ্রেণীর মনোভাব যাচাই;

ঘ) প্রকল্পভুক্ত নারীদের সঠিক জীবন-যাত্রার মানের উপর প্রকল্প কার্যক্রমের প্রভাব যাচাই;

ঙ) সর্বোপরি সরকার, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারীদের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণা কাজে বিভিন্ন উৎস (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তন্মধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত রেজিষ্ট্রিভুক্ত সমিতির নোটসমূহ, সুফলভোগী গোষ্ঠির মতামত, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর-এর ফাইলবদ্ধ লিখিত দলিলপত্রাদি, মূল্যায়ন প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ এবং সংগঠনের উপর নিবন্ধসমূহ অন্যতম। প্রবন্ধটিতে "বেসরকারী সংগঠনসমূহের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য সমষ্টিভিত্তিক কর্মসূচি" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তব সাফল্য অনুশীলন করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রকল্প এলাকা, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রিভুক্ত সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ ও তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোভাব জরিপ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত নারীই ছিল মূল উত্তরদাতা। দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কুষ্টিয়া সদর থানার দুটি বেসরকারী সংগঠন নিয়োজিত রয়েছে। এদের মধ্য থেকে নমুনা হিসেবে যে সংগঠনটিকে গ্রহণ করা হয়েছে তার নাম 'বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা', কোটপাড়া, কুষ্টিয়া। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত অধিদপ্তরের রেজিষ্টিভুক্ত উক্ত সংগঠনের তিনটি ক্ষুদ্র মহিলা সমিতি, যথাঃ (১) চর আমলাপাড়া সূর্যমূখী মহিলা সমিতি, (২) হরিপুর বাজারপাড়া শাপলা মহিলা সমিতি ও (৩) মঙ্গলবাড়িয়া মসজিদপাড়া মালা মহিলা সমিতি এর ৪৮ জন মহিলা সদস্যকে উত্তরদাতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সুবিধাভোগী গোষ্ঠি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্ত অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহের বাস্তব ফলাফল নিরূপণার্থে সুবিধাভোগী গোষ্ঠির মনোভাব যাচাইয়ের জন্য মাঠ পর্যায়ে একটি জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়েছে। কখনও দলীয় আলোচনা ও নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক ফলাফল বিশ্লেষণ এবং বুঝার সুবিধার্থে সংগৃহীত তথ্যসমূহ শতকরা নিয়মে বিশ্লেষণ করে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট জেলার (কুষ্টিয়া) ও কেন্দ্রীয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপর এ গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

নারী উন্নয়নে জিওবি'র প্রতিষ্ঠানিক উত্তরণ ও পদক্ষেপসমূহ

পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশে নারীরা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিভিন্ন পশ্চাৎপদতার কারণে সন্তোষজনক নয়। অথচ নারীর স্বকীয় এবং সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাদের সমহারে অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সামাজিক রীতি নীতি, নিরক্ষরতা, লোকাচার, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সংকুচিত সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলধারার (mainstreaming) সাথে মহিলাদের একীভূত করার (integrate) পথে বিরাট বাধা হিসেবে কাজ করছে। এ সকল পশ্চাৎপদতা থেকে তাদের উত্তরণে বেসরকারী সংগঠনের সমান্তরালে সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা, পদক্ষেপ গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত, ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গৃহীত হয়। পরবর্তী দুটি বার্ষিক পরিকল্পনায় (দ্বিবার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক) নারীর কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-১৯৯৫) নারী উন্নয়নকে সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয় (জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) এবং পরবর্তী ত্রিবার্ষিক আবর্তক পরিকল্পনা, ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়নের মূল বিন্দুতে নারী সংশ্লিষ্ট স্বার্থ সম্পৃক্ত করার উপর জোর দেয়া হচ্ছে। বিশ্ব নারী সম্মেলনগুলোর সকল সনদ ও কর্মপরিকল্পনায় অনুস্বাক্ষর ও সেগুলোর বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। ১৯৯৭ এর মার্চে সরকার প্রথম বারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করেছে যা নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমন্বিত রূপরেখা প্রদান করছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, প্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সমন্বয়ে ৪৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় কাউন্সিল (NCWD) গঠিত হয়েছে। এছাড়া চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশ সরকার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গিএফ এ অনুমোদন করেছে এবং ফলোআপ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করে এবং ১৯৭৪ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন, যা স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন নির্যাতিতা ও ক্ষতিগ্রস্ত নারী সমাজের পুনর্বাসন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৮৪ সালে একটি কমিটির (এনাম কমিটি) সুপারিশক্রমে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন, জাতীয় মহিলা সংস্থার একটি অঙ্গ এবং মহিলা বিষয়ক কোষকে একীভূত করে সৃষ্টি করা হয় মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর। সময়ের অগ্রসরতার সাথে সাথে মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রমে যুক্ত হয় নতুন নতুন মাত্রা এবং এতে আসে গতিময়তা। এই সকল কর্মসূচিকে আরো সুসংগঠিত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষে ১৯৯০ সনে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরকে উন্নীত করে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হয় এবং দেশের ২২টি বৃহত্তর জেলায় এর কার্যক্রম শুরু হয়। কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তখন থেকেই সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহিলা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (মবিঅ) এর দায়িত্ব ও কার্যক্রম

মবিঅ উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি কল্পে নিম্নোক্ত কার্যক্রম ও দায়িত্ব সম্পন্ন করছেঃ

ক) নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

খ) নারীর পেশাগত দক্ষতার মান উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান লাভের সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দান।

গ) মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বস্তরের নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদান।

ঘ) বেসরকারী মহিলা সংগঠনসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও গ্রাম পর্যায়ে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি সম্প্রসারণ।

ঙ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ।

চ) মহিলাদের চাকরীর সুযোগ। সর্বোপরি মহিলাদের সার্বিক স্বার্থ রক্ষার্থে মহিলা উন্নয়ন বিষয়ে প্রণীত নীতিসমূহ বাস্তবায়ন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল দায়িত্ব।

দেশের প্রত্যন্ত এলাকা জুড়ে সর্বজনীন মহিলা সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম চলছে ৬৪ জেলায় ও ২৩৬টি থানায় যার জনশক্তি ১৩৩৫ জন (মবিএ এর বার্ষিক ডায়েরী, ১৯৯৯)। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম প্রধানঃ দুইভাবে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। যথাঃ

(ক) রাজস্ব বাজেটভুক্ত কার্যক্রমঃ শুধুমাত্র সরকারী অর্থায়ন, লোকবল ও পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে সেগুলি রাজস্ব বাজেটভুক্ত কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

(খ) উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমঃ বিদেশী সাহায্যদাতা সংস্থা ও সরকারের যৌথ সহযোগিতায় যেসকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে সেগুলি উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

চারটি অবকাঠামো শাখার মাধ্যমে এই অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটভুক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। আর উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের জন্যে প্রকল্পের নিয়োগপ্রাপ্ত জনবল দ্বারা পচিালিত হয়ে থাকে। সকল উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। বর্তমানে বিভিন্ন সাহায্যদাতা সংস্থার সহযোগিতায় সর্বমোট ২১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মধ্যে ১২টি চলতি ও ৯টি নতুন।

কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি

জেলা মহিলা বিষয়ক অধিপ্তর, কুষ্টিয়া, মহিলাদের কল্যাণার্থে যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে তার মধ্যে 'বেসরকারী সংগঠনসমূহের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য সমষ্টি ভিত্তিক কর্মসূচি' প্রকল্প এবং 'মহিলা উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল তথ্যাদি সমৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প দুটি অন্যতম। তম্মধ্যে একটি প্রকল্পের উপর গবেষণামূলক অনুশীলন করা হয়েছে।

চিত্র ১। কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের কাঠামো

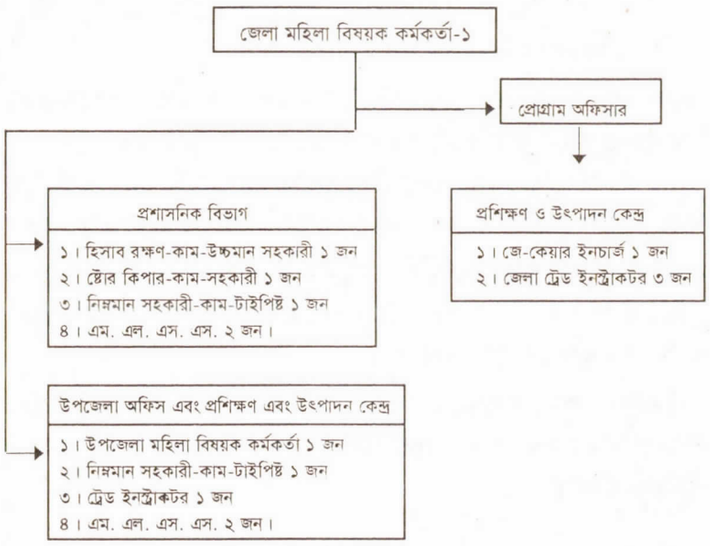

কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর রাজস্ব বাজেটের আওতায় যে কার্যক্রম পরিচালনা করে তা হলোঃ অধিদপ্তরের নিজস্ব একটি মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এখানে প্রতিবছর ৫০জন ছাত্রীকে (গ্রামীণ দুঃস্থ অসহায় মহিলা এবং বেকার যুবতী) প্রশিক্ষণ কার্যে ভর্তি করা হয়। প্রতি বছর ১ জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের ৩০জুন পর্যন্ত প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল। ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বর্তমানে দর্জি বিজ্ঞান, ব্লক বাটিক ও নকশী কাঁথা তৈরীর উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সপ্তাহে ৫দিন (ছুটির দিন ব্যতীত) প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীনীকে রাজস্ব বাজেট থেকে মাসিক ৯০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়।

এছাড়া বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) ভিজিডি (ভালনারএবল গ্রুপ ডেভেলমমেন্ট- দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন) এর আওতায় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে মাসিক ৩০ কেজি হারে বিনামূল্যে খাদ্য (গম, চাউল) বিতরণ করে। দেশের

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহকে জোরদারকরণ ও দরিদ্র মহিলাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীরা যদি নিয়মিত না আসে তাহলে যে ক'দিন আসবে না সে ক'দিনের খাদ্য শাস্তিস্বরূপ কম দেওয়ার নিয়ম থাকলেও অধিদপ্তর তা করে না। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের সনদপত্র বিতরণ করা হয়। এদের মধ্যে যে সকল প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ কাজে সর্বোচ্চ দক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে সরকার কর্তৃক গঠিত 'দুঃস্থ মহিলাদের পূনর্বাসন ও কল্যাণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল' থেকে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার (৫০০০-১০০০০) টাকা পর্যন্ত সরল সুদে ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহীতাকে ২ বছরের মধ্যে ১২-১৮ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। গ্রাম পর্যায়ে দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের আয়বর্ধক কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে স্ব-কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নই এ তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণ কার্যে উৎপাদিত সামগ্রী অধিদপ্তরের স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা হয়। ৫% হারে মুনাফা ধরা হয় এবং তা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বিক্রয় কেন্দ্রে তথা সরকারের ঘরে জমা হয়।

উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রম

কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে তা হলোঃ

ক) বেসরকারী সংগঠন সমূহের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য সমষ্টিভিত্তিক কর্মসূচি প্রকল্প।

খ) মহিলা উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল তথ্যাদি সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প।

গ) গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান ও অব্যাহত উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি প্রকল্প।

ঘ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টোরাল প্রকল্প।

গবেষণায় নির্বাচিত উন্নয়ন প্রকল্প এবং নারী উন্নয়ন

মহিলা অধিদপ্তর সারা দেশে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প নিবন্ধীকৃত ১৩

শতের অধিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। মবিঅ কর্তৃক কুষ্টিয়ায় বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্পের মধ্যে 'বেসরকারী সংগঠনসমূহের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য সমষ্টিভিত্তিক কর্মসূচী' প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) যা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের (কেন্দ্র ও জেলা অধিদপ্তর) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ১৯৯৩ হতে জুন, ১৯৯৮ পর্যন্ত। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে মেয়াদকাল বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর, ২০০০ করা হয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধীকৃত ২০০টি সমিতির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা (৪৮টি) ও থানার (১৩৬টি) ৬০,০০০ দরিদ্র মহিলাকে ১৬ শতাংশ হারে সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় মহিলাদের অংশগ্রহণের উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং জাতির সার্বিক উন্নয়নে মহিলাদেরকে যথাযথভাবে সম্পৃক্তকরণ নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণীত হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে সমষ্টিভিত্তিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান, আয়বৃদ্ধি, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই নারী সমাজ অধিকতর সৃজনশীল ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারী মহিলা সংগঠনসমূহের কার্যাবলীকে আরও জোরদারকরণ এবং সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ও সমৃদ্ধকরণ এর উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৬২.১৪ লক্ষ (টাকা) যার ১০৭.৩৪ লক্ষ বাংলাদেশ সরকার এবং অবশিষ্ট ৫৫.৮০ লক্ষ দাতা সংস্থা কর্তৃক বরাদ্দকৃত হচ্ছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে রয়েছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডাব্লিউএফপি)।

প্রকল্প পরিচালনা, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং

নির্বাচিত বেসরকারী সংগঠনসমূহ সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বশীল থাকে। তত্ত্বাবধান/তদারকীর জন্য উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা প্রতি মাসে দুইবার প্রকল্পভুক্ত সংগঠন পরিদর্শন করেন। প্রকল্পভুক্ত সকল সংগঠন সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা কর্মকর্তার নিকট ঋণ তহবিলের

ব্যবহারসহ সংগঠনের অন্যান্য কার্যক্রমের উপর মাসিক রিপোর্ট পেশ করে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নিজ উপজেলা/জেলার সমন্বিত মাসিক রিপোর্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণ করার পূর্বে মাঠ কর্মকর্তা জেলা পর্যায়ের প্রতিবেদন পুনর্বিন্যাস ও সমন্বয় করেন। দাতা সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক দাতা সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বিনিয়োগ ব্যয়ের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতির ষান্মাসিক প্রতিবেদন প্রদান করে থাকেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ, তদারকী এবং মূল্যায়ন শেষে অধিদপ্তরে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করেন।

কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত ৫টি বেসরকারী সংগঠনকে নির্বাচন করেছে। নির্বাচিত সংগঠনগুলো কুষ্টিয়ার বিভিন্ন উপজেলা/থানায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। নির্বাচিত সংগঠনগুলো হলোঃ

১। বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, কোর্টপাড়া, কুষ্টিয়া সদর।

২। আশা যুব মহিলা সমিতি, হাউজিং এস্টেট, কুষ্টিয়া সদর।

৩। ঘরণী মহিলা কল্যাণ সমিতি, যদুবয়রা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

৪। শাপলা দুঃস্থ নারী উন্নয়ন কেন্দ্র, হোগলা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

৫। আদর্শ মহিলা কল্যাণ সমিতি, নওপাড়া, মিরপুর, কুষ্টিয়া।

বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থার আওতায় দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পটি কুষ্টিয়া জেলার সদর থানার ৯টি ইউনিয়নের ৪০টি গ্রামে, গ্রাম পর্যায়ের ক্ষুদ্র সমিতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে ঋণ বিস্তারের টার্গেট রয়েছে ১৯টি ইউনিয়নের ১৪০টি গ্রামে। প্রথম ঋণ বিতরণের তারিখ ০৫/০৬/১৯৯৫ইং থেকে ৩১/১২/১৯৯৯ইং পর্যন্ত। ঘূর্ণায়মান ঋণের মাধ্যমে ২৫৯ জন সদস্যকে ঋণ বিতরণ করেছে (মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন)। এ সকল সমিতির প্রতিটির সদস্য সংখ্যা ২৫ জন।

অধিদপ্তর কর্তৃক সমিতিকে প্রদত্ত অনুদান

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সমিতিকে অতিরিক্ত কোন বাজেট প্রদান করে না। তবে সমিতির উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য বাৎসরিক একটা অনুদান প্রদান করে। অনুদানের পরিমাণে বছর ভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সমিতির কয়েক বছরের প্রাপ্ত অনুদান প্রদত্ত হলো (সারণী ১)ঃ

সারণী ১। সমিতিসমূহকে প্রদত্ত অনুদান, ১৯৯৫-৯৯

সাল		প্রদত্ত টাকা
১৯৯৫		৭,০০০/-
১৯৯৬		দেয়া হয়নি
১৯৯৭		৫,০০০/-
১৯৯৮	(৬,০০০/-+৫,০০০/-)	১১,০০০/-
১৯৯৯		১০,০০০/-

উৎস ঃ সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন

এছাড়া ষ্টেশনারী ক্রয় বাবদ জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সমিতিকে প্রতি মাসে ১৫০/- টাকা প্রদান করে থাকে। অনুদান থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রশিক্ষণের জন্য কাপড়, সুতা, আলমারী, ফাইল, চেয়ার, টেবিল, অফিস ষ্টেশনারী ক্রয় ইত্যাদি বাবদ খরচ করে থাকে।

উপাত্ত বিশ্লেষণ

উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

গবেষণায় প্রকল্পভুক্ত ৪৮জন মহিলার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উত্তরদাতাদের সবাই ছিলেন বয়োপ্রাপ্ত মহিলা। ২৬-৩৫ বছর বয়সের উত্তরদাতা মহিলার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী (৩৩.৩৩%) এবং ৩৬-৪৫ বছর বয়সের মহিলার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে কম (১৬.৬৭%)। বৈবাহিক অবস্থা হলো অপর

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশ্রগহণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। উত্তরদাতা মহিলারা কেউই অবিবাহিত ছিল না। বিবাহিত মহিলার সংখ্যাই ছিল অধিক ৪৩জন (৮৮.৫৮%)। অপরদিকে বিধবা মহিলা ৩জন (৬.২৫%) এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ২জন (৪.১৭%)। শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে পড়েছে এমন মহিলার সংখ্যাই অধিক ২৩জন (৪৭.৯২%), স্কুলে যায়নি এমন মহিলার সংখ্যা ২০জন (৪১.৬৭%) এবং মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছে এমন মহিলার সংখ্যা ৫জন (১০.৪২%)।

পেশা ও দক্ষতা

প্রকল্পভুক্ত এলাকার মহিলারা বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিয়োজিত। এদের মধ্যে গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত মহিলাই বেশী (৬০.৪২%)। কৃষিকাজ করে এমন মহিলা (১০.৪২%), ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত মহিলা (২২.৯২%) এবং গৃহস্থালীর ঝিয়ের কাজে নিয়োজিত মহিলা (৬.২৫%)। উত্তরদাতা মহিলাদের বিভিন্ন বিশেষায়িত কাজের দক্ষতা রয়েছে। এর মধ্যে নক্শী কাঁথা তৈরী এবং বিড়ি তৈরীর কাজেই অধিক সংখ্যক (১৬.৬৭%) দক্ষ। কোন কাজে দক্ষতা নেই তাদের সংখ্যা ১৬ জন (৩৩.৩৩%)।

খাদ্যে ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ

গ্রামীণ মহিলাদের নিম্ন আয়ের কারণে তারা শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালরির যোগান দিতে পারে না। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈনিক ন্যূনতম ২০০০ ক্যালরি গ্রহণের প্রয়োজন হয়। ৪৮ জনের মধ্যে মাত্র ৬জন (১২.৫০%) মহিলা সে চাহিদা মেটাতে সক্ষম। খাদ্যে ক্যালরি গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছে ৩৭.৫০% মহিলা। এদের ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ মাত্র (১০০০-১২০০)।

প্রকল্প প্রদত্ত ঋণ ও প্রশিক্ষণ

গ্রামীণ দরিদ্র্য মহিলারা কেন প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ করছে এবং ঐ ঋণ গ্রহণের বাস্তব ফলাফল তথা অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব কতটুকু এই অংশে তার

বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বস্তুত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র বিমোচনের প্রক্রিয়ার সফলতা কতটুকু সে সম্পর্কে সুবিধাভোগী গোষ্ঠির মনোভাব জরীপ করে তার উপর পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ঋণ গ্রহণের কারণ

ঋণ গ্রহণ এবং অর্থ উপার্জনকারী কাজ করতে অগ্রাহী হবার পেছনে কারণ হিসেবে ৮৭.৫% উত্তরদাতা পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার বিষয় উল্লেখ করে। এসব মহিলাদের শতকরা ৫৬জনের ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য স্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান। এদের সকলেই বিবাহিতা কিন্তু পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের স্বামীদের আয় উপার্জন ছিল খুবই সামান্য। এ প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের একজনের মন্তব্য হচ্ছে "বর্তমানে সব জিনিসেরই দাম বেড়েছে। এক মণ চাল কিনতে কমপক্ষে ৪০০ টাকা এবং একটি শাড়ি কিনতে কমপক্ষে ১২০ টাকা লাগে। কাজেই বর্তমানে মাত্র একজন মানুষের আয়-উপার্জনে বেঁচে থাকা সত্যিই কঠিন। আমাগো দারিদ্র ঘুচছে না সত্য, কিন্তু সমিতি আমাগো ঋণ দিয়ে যথেষ্ট উপকার করছে।" কিছু কিছু মহিলার স্বামী বা পিতার মৃত্যু, তালাক, বিচ্ছেদ (সন্তান সহ/ব্যতীত) বা স্বামীর অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে দারিদ্র্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন সামাজিক নিরাপত্তা না থাকায় স্বামী বা পিতার মৃত্যুতে অর্থাৎ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে এসব দরিদ্র মহিলা ও ছোট বাচ্চাদের চরম অর্থনৈতিক কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। এহেন অর্থনৈতিক দৈন্য থেকে মুক্তি প্রাপ্তির আশায় এসব মহিলা সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে এবং আয়-উপার্জনকারী কাজে নিযুক্ত হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক কষ্ট লাঘবের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মাসিক আয় ঋণ প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে অধিকাংশ মহিলার (৮৫.৪২%) পরিবারের মাসিক আয় ছিল ২০০০-৩০০০/- এবং মাত্র ৪.১৭% উত্তরদাতা মহিলার মাসিক আয় ছিল ৩০০১-৪০০০/-টাকা। এর উর্ধ্বে কোন মাসিক আয় গোষ্ঠী ছিল না। প্রকল্পভুক্ত হবার পর অর্থাৎ বর্তমানে ৩৯.৫৮% মহিলার মাসিক আয় ২০০০-৩০০০/-, ৩০০১-৪০০০/- পর্যন্ত মাসিক আয় উপার্জনকারীর শতকরা হার হচ্ছে

১২.৫০% যেখানে পূর্বে এই হার ছিল মাত্র ৪.১৭% । ৮.৩৩% মহিলা বর্তমানে ৪০০০-৫০০০/- আয় করছে। পূর্বে এই আয় গ্রুপে কোন মহিলাই পাওয়া যায়নি। সুতরাং বলা যায় ঋণ প্রকল্প মহিলাদের মাসিক আয়ের একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সারণী ২ । মাসিক আয়ে ঋণ প্রকল্পের প্রভাব

মাসিক আয়	পূর্বের		বর্তমানের	
	গণসংখ্যা	শতকরা (%)	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
১০০০	২	৪.১৭	৩	৬.২৫
১০০১-২০০০	৩	৬.২৫	১৬	৩৩.৩৩
২০০১-৩০০০	৪১	৮৫.৪২	১৯	৩৯.৫৮
৩০০১-৪০০০	২	৪.১৭	৬	১২.৫০
৪০০১-৫০০০	–	–	৪	৮.৩৩

প্রাপ্ত ঋণের ব্যবহার

ঋণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে উত্তরদাতাদের ৮.৩৩% কৃষি জমির সার ক্রয়, ৬.২৫% জমি কট/দাদন রাখা, ২২.৯১% ক্ষুদ্র ব্যবসা/মুদী দোকানের মালামাল ক্রয়, ১২.৫% সেলাই মেশিন ক্রয়, ৬.২৫% গরু-ছাগল ক্রয়, ৮.৩৩% ঘর নির্মাণ বাবদ খরচ, ৪.১৭% মেয়ের বিয়ে বাবদ খরচ, ৪.১৭% ধান ভানা (ক্রয় বিক্রয় ব্যবসা), ৪.১৭% টিউবওয়েল ক্রয় বাবদ এবং ৪.১৭% বাড়িতে লেট্রিন স্থাপন বাবদ খরচ করেছে বলে জানায়।

সারণী ৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ মহিলা (৭৯.১৬%) ঋণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করেছে এবং তা থেকে মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের চেষ্টা করছে। ২০.৮৪% মহিলা তাদের প্রাপ্ত ঋণ অনুৎপাদনশীল খাত, যেমন- ঘর নির্মাণ, মেয়ের বিয়েতে খরচ/যৌতুক প্রদান,

বাড়িতে টিউবওয়েল ও লেট্রিন স্থাপন বাবদ খরচ করেছে। উল্লেখ্য যে, যে ৪জন (৮.৩৩%) মহিলা ঋণের অর্থ দিয়ে ঘর নির্মাণ করেছে, তাদের মধ্যে আবার ২জন (৪.১৭%) মহিলা ঘর নির্মাণ করে ভাড়া দিয়েছে। এরা কুষ্টিয়া শহরের উপকণ্ঠে বসবাস করে বিধায় নির্মাণকৃত ঘর ভাড়া দিয়ে আয় উপার্জনের একটি সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছে। কিছু সংখ্যক মহিলা অনুৎপানদশীল খাতে

সারণী ৩ । প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ঋণের ব্যবহার

ঋণের ব্যবহার	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
কৃষি জমির সার ক্রয়	৪	৮.৩৩
* জমি কট/দাদন	৩	৬.২৫
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১১	২২.৯১
সেলাই মেশিন ক্রয়	৬	১২.৫
গরু-ছাগল ক্রয়	৩	৬.২৫
ঘর নির্মাণ	৪	৮.৩৩
শাক সব্জীর চাষ	২	৪.১৭
রিকসা/ভ্যান ক্রয়	৭	১৪.৫৮
মেয়ের বিয়ে বাবদ	২	৪.১৭
** ধান ভানা	২	৪.১৭
টিউবওয়েল ক্রয়	২	৪.১৭
লেট্রিন স্থাপন	২	৪.১৭
মোট	৪৮	১০০

* জমি কট/দাদন রাখা বলতে বুঝায় নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে অন্যের জমিতে উৎপন্ন ফসল নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগ করার অধিকার অর্জন করা।

** ধান ভানা- বাজার থেকে ধান ক্রয় এবং চাল তৈরী করে বাজারে বিক্রয় করা।

প্রাপ্ত ঋণ খরচ করলেও একথা সত্য যে তাদের মধ্যে (৮.৩৩%) এর স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। এ উপলব্ধি থেকেই তারা বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য টিউবওয়েল এবং স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে। উপরন্তু যৌতুক নামক যে সামাজিক ব্যাধি গ্রামীণ মহিলাদের উপর চেপে বসেছে তাতে ৪.১৭% মহিলার মেয়ের বিয়েতে যৌতুক প্রদান বাবদ প্রাপ্ত ঋণ খরচ করার প্রবণতা খুবই সামান্য বলে এ অনুসন্ধানে পরিলক্ষিত হয়েছে। তাদের ভাষ্যমতে প্রাপ্ত ঋণ দিয়ে তাদের কেউ কেউ স্বামী/ছেলের জন্য ভ্যান বা রিক্সা ক্রয় করে, ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্বল্প পুঁজি সরবরাহ করে, সেলাই মেশিন ক্রয় করে ছোট খাট অর্ডার নিয়ে এবং নানাভাবে মাসে কিছুটা বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। এতে করে দারিদ্র্য না ঘুচলেও মৌলিক চাহিদা পূরণের ন্যূনতম সংস্থান হয়েছে বলে উত্তরদাতাগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সন্তানদের শিক্ষা ও ঋণ প্রকল্পের প্রভাব

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রয়োজন অনুভব করেন কিনা, ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো উচিৎ কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ৮১.২৫% মহিলার হ্যাঁ সূচক জবাব দেন, ১২.৫০% মহিলা না সূচক জবাব দেন। তারা বলেন ছেলেমেয়েদের বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাছাড়া ছেলেরা বাড়তি কিছু উপার্জন করে সংসারের প্রয়োজন মিটায়। ৬.২৫% মহিলা কোন মন্তব্য করেননি। ঋণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পর উত্তর দাতা মহিলাদের মধ্যে ৬০.২৪% এর সন্তানরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এবং অধ্যয়ন করছে। পূর্বে এর হার ছিল ৫৬.২৫%।

ঋণ প্রাপ্তই আয় বৃদ্ধির কারণ

প্রকল্প থেকে ঋণ পাওয়ার কারণেই সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কি না প্রসঙ্গে ৭৭.০৮% উত্তরদাতা হ্যাঁ সূচক, ১৪.৫৮% না সূচক জবাব দেয় এবং ৮.৩৩% মহিলা কোন মন্তব্য করেনি। প্রকল্প ঋণের উপকারিতা সম্পর্কে সকল উত্তরদাতা ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছেন। ৮জন (১৬.৬৭%) অত্যন্ত সন্তুষ্ট বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক পদমর্যাদার অন্য কোন স্তরে উন্নীত হতে না পারলেও দৈনন্দিন আয়ে একটি স্বল্প মাত্রার বাড়তি সংযোজন পূর্বের তুলনায় পরিবারে কিছুটা হলেও স্বচ্ছলতা

আনয়ন তাদের এই ইতিবাচক মনোভাবের পেছনে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করছে। ঋণ প্রাপ্তির অর্থ ক্ষুদ্র পরিসরে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার ফলে অনেকের বর্তমান আয় আগের তুলনায় বেড়েছে, সন্তানরা স্কুলে যাচ্ছে, খাবারে মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে ১২জন (২৫%) এর পরিবারের সদস্যগণ সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন হলেও মাছ/গোস্ত এর মত আমিষ খেয়ে থাকেন বলে জানান। সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রাক্কালে এদের কথা বলার ধরন, বাচনভঙ্গি, শারিরীক অবস্থা সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে অবস্থার ন্যূনতম উন্নতি যে হয়েছে তা বলা যায়।

সারণী ৪ । উৎপাদনশীল কাজে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	১৬	৩৩.৩৩
অপ্রশিক্ষিত	৩২	৬৬.৬৭

দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের ঋণদান কর্মসূচির পাশাপাশি ঋণের যথপোযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সংগঠন বিভিন্ন হস্তকর্মে প্রকল্পভুক্তদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। উত্তরদাতাদের মধ্যে অপ্রশিক্ষিত সদস্যার সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য হারে কম (৬৬.৬৭%)। পক্ষান্তরে মাত্র এক তৃতীয়াংশ উত্তরদাতার প্রশিক্ষণ রয়েছে । সারণী ৪ থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রকল্পভুক্ত মহিলারা প্রাপ্ত ঋণ কী কাজে বিনিয়োগ করবে সে বিষয়ে অধিকাংশ (৬৬.৭) মহিলাই প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না। ফলে তারা উৎপাদনশীল খাতে অর্থ বিনিয়োগ করলেও অদক্ষতার কারণে প্রত্যাশিত অর্থ উপার্জন করতে পারছে না। একথা সত্য যে, সদস্যদের যখন ঋণ প্রদান করা হয় তখনই শুধু কী কাজে তারা ঋণ গ্রহণ করেছে তা দেখা হয়। ঋণ প্রাপ্তির পর সদস্যরা তা উক্ত কাজে বিনিয়োগ করল কি না পরবর্তীতে তা জোরালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় না। কারণ সমিতির সংশ্লিষ্টতা মূলতঃ ঋণের কিস্তি সময়মত সংগ্রহ করা; সদস্যরা প্রশিক্ষিত হলো কি না কিংবা বিনিয়োগকৃত ঋণের লভ্যাংশ থেকে তারা

ঋণ পরিশোধ করছে কি না সেটি তাদের নিকট বিবেচ্য বিষয় নয়। এ কারণেই প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্ব হ্রাস পায়। ফলে প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

উপার্জিত আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ

জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঋণ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে উত্তরদাতাদের অধিকাংশই (৮৫%) উপার্জিত অর্থ গৃহস্থালীর দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষতঃ খাবার ও পোশাক বাবদ ব্যয় করে এবং অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক (৫%) তাদের আয়ের সিংহভাগ সন্তান সন্ততির লেখাপড়া বাবদ ব্যয় করে থাকে বলে জানায়। মহিলাদের উপার্জিত অর্থ নিয়ন্ত্রণে তাদেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর না হলেও অন্ততঃ গ্রামীণ পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার কঠিন দৃষ্টিভঙ্গি ততটা প্রতিফলিতহয়নি। সারণী ৫-এ দেখা যায় যে, শতকরা ৫৬.২২% মহিলার তাদের উপার্জনের উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং শতকরা ৩৩.৩৩% এর আয় তাদের স্বামীরা নিয়ন্ত্রণ করে। কেউ কেউ অবশ্য বলেছে যে, তাদের আয় কম ও অনিয়মিত হওয়ায় তাদের অভিভাবকরা তাদরে উপার্জিত অর্থ ইচ্ছামত খরচের অনুমতি দিয়েছেন। শতকরা ১০.৪২% মহিলার উপার্জনের উপর তাদের পিতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বলে জানায়। অধিকাংশ মহিলাই যারা নিজেদের উপার্জন নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করে এবং যাদের অভিভাবকও রয়েছে তারা জানায় যে, কিভাবে তাদের উপার্জিত অর্থ খরচ কবা হবে সে সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই নিয়ে থাকে।

সারণী ৫ । উত্তরদাতাদের উপার্জিত আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ

নিয়ন্ত্রণকারী	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
নিজে	২৭	৫৬.২৫
স্বামী	১৬	৩৩.৩৩
পিতা	৫	১০.৪২
মোট	৪৮	১০০.০

এই দৃশ্যমান স্বাধীনতার পেছনে দুটো কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথমতঃ অভিভাবকরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, মহিলারা তাদের উপার্জিত অর্থের সর্বাংশ বা বেশীরভাগই গৃহস্থালীর রক্ষণাবেক্ষণের পেছনেই ব্যয় করবে, নিজের জন্য নয়। দ্বিতীয়তঃ কোন বিবাহিত মহিলাই তাদের নিজ পিতা-মাতার পরিবারের জন্য ব্যয় করছে না। যদি মহিলারা নিজেদের জন্য বা নিজ মা-বাবার পরিবারের জন্য খরচ করতো, তবে ঘটনা অন্যরকম হতে পারতো। একজন পুরুষ অভিভাবক ঘটনাকে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করে, 'আমার স্ত্রী খুব বেশী রোজগার করে না। কাজেই আমি তাকে তা তার কাছেই রাখতে দেই। তবে সে তা পরিবারের জন্যই খরচ করে থাকে।'

সারণী ৬। সামাজিক মর্যাদার উপর আয়-উপার্জনের প্রভাব

সামাজিক মর্যাদা	পরিবারে	শতকরা (%)	পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে	শতকরা (%)
পরিবর্তন হয় নাই	৩৫	৭২.৯২	৩৯	৮১.২৫
বেড়েছে	১২	২৫.০০	৬	১২.৫০
কমেছে	১	২.০৮	৩	৬.২৫
মোট	৪৮	১০০	৪৮	১০০

সামাজিক মর্যাদা ও আয় উপার্জন

পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে মহিলাদের আয়-উপার্জন কোন ভূমিকা রাখে কি না, তা মূল্যায়নের প্রচেষ্টা এই সমীক্ষায় চালানো হয়। ব্যক্তি হিসেবে মহিলাদের বাকস্বাধীনতা, যাতায়াতের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সামাজিক মর্যাদার সূচক হিসেবে মূল্যায়নের জন্য যাচাই করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রত্যাশার বিপরীত বিষয়ই দেখা যায়। অধিকাংশ মহিলাই জানায় যে, তাদের উপার্জন তাদের পরিবারে (৭২.৯২%) বা প্রতিবেশীদের (৮১.২৫%) মধ্যে তাদের সামাজিক অবস্থানের বা মর্যাদার কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেনি। উত্তরদাতাদের কেউ কেউ বলেন, 'আয় উপার্জনকারী বলে

আমি বিশেষ বা আলাদা ব্যবহার পাই না। আমার স্বামীই সব কিছুর মালিক, আমার মতামতের কোন মূল্য নেই।' কেউ কেউ জানায় যে, যদিও তারা তাদের পরিবারের সদস্যাদের কাছ থেকে বা পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিশেষ কোন ব্যবহার বা মর্যাদা লাভ করে না, তবুও তারা তাদের উপার্জন দিয়ে যে সাহায্য তাদের অভিভাবকদের করতে পারছে, তা তাদের মধ্যে নিজেদেরকে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভাবার মত একটা অনুভূতি সৃষ্টি করেছে।

যখন তারা তাদের উপার্জন দিয়ে তাদের পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় এবং বাচ্চাদের ছোট খাটো বায়না মেটাতে পারে তখন তারা আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করে বলে জানায়। কিছু কিছু মহিলা জানায় যে, পরিবারে (২৫%) ও পাড়া প্রতিবেশীদের (১২.৫%) মধ্যে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব মহিলাদের উপার্জন গৃহস্থালীতে একটা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করেছে। তাছাড়া এদের কারো কারো ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে পড়াশোনা করছে। এ কারণেই হয়তো তাদের সামাজিক মর্যাদায় অনুকূল পরিবর্তন এসেছে।

পেশাগত সন্তুষ্টি

ধান সিদ্ধ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দর্জির কাজ বা কৃষি কাজের মত মহিলাদের একটি সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ (৬০.৪২%) পেশাগত সন্তুষ্টির ব্যাপারে ইতিবাচক জবাব দিলেও তার মাধ্যমে উদ্দ্যামপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। এর কারণ হিসেবে তাদের মতামত হলোঃ "একেতো আমরা গরীব, অন্যদিকে অশিক্ষিত, কাজেই সন্তুষ্টি না হয়ে উপায় কি? তাছাড়া ঋণ প্রাপ্তির আগে এর চেয়েও কষ্টকর জীবন যাপন করতাম এবং বর্তমানে আয় সামান্য হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে।" অবশিষ্ট মহিলারা (৩৯.৫৮%) তাদের কাজের উপর সন্তুষ্ট নয়। তার প্রধান কারণ হলো, ঐ কাজে তাদের আয়ের পরিমাণ খুবই কম। এসব মহিলাদের অধিকাংশই কোন না কোন বিশেষায়িত হস্তকর্মে নিয়োজিত। যেমনঃ- নকশী কাঁথা তৈরী, পাটের হস্তশিল্প বা কাগজের ঠোঙ্গা তৈরী ইত্যাদি। আর তিনজন মহিলা যারা তাদের নিজ গ্রামের ভিতর ও বাহিরে গৃহ পরিচারিকার কাজে নিয়োজিত তারাও আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে এই কাজের নিম্ন মর্যাদার কারণে সন্তুষ্ট নয়।

সারণী ৭ । উত্তরদাতাদের পেশাগত সন্তুষ্টি

সন্তুষ্ট	অসন্তুষ্ট	অসন্তুষ্টির কারণ	সংখ্যা	শতকরা (%)
২৯	১৯	স্বল্প আয়	১২	২৫.০০
(৬০.৪২%)	(৩৯.৫৮%)			
		অনুপযোগী পেশা	৩	৬.২৫
		নিম্ন মর্যাদা	৩	৬.২৫
		অন্যান্য	১	২.০৮
		মোট	১৯	১০০

প্রাপ্ত ঋণের বিবরণ

উল্লেখ্য যে, সমিতির সকল সদস্যকেই ৩০০০/- করে ঋণ প্রদানের কথা প্রকল্প দলিলে উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, সমিতি এ নিয়ম লংঘন করেছে (সারণী-৮)। অবশ্য যে সব সদস্য (৮.৩৩%) ৪০০০/- বা ৫০০০/- ঋণ পেয়েছেন তারা জানান যে, প্রথম পর্যায়ে তারা সকলেই ৩০০০/- ঋণ পেয়েছিলেন। প্রথম পর্যায়ের ঋণের টাকা পরিশোধের পর যে সকল সদস্য অধিক ঋণ নিতে আগ্রহী হয়েছিল তাদের কার্যক্রম বিবেচনা করে সমিতি বেশী পরিমাণ ঋণ প্রদান করেছে। তবে, ২০০০/- ঋণ প্রাপ্ত ৪৩.৭৫% মহিলা প্রথম পর্যায়েই উক্ত পরিমাণ টাকা ঋণ পেয়েছেন বলে জানান। সদস্যদের কাছ থেকে ঋণের কিস্তি আদায়ের ক্ষেত্রেও অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে। সাধারণত ৩০০/- টাকার ঋণের বিপরীতে প্রতি সপ্তাহে ৬৭/- টাকা হিসাবে ৫২ কিস্তিতে ঋণ আদায় করার কথা। এক্ষেত্রে নিয়ম ঠিক থাকলেও ২০০০/- টাকার বিপরীতে ৫০/- হিসেবে ৫২ কিস্তিতে এবং ৪০০০/- টাকার বিপরীতে১০০/- হিসেবে ৫২ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হয় বলে সদস্যরা জানায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কম বা বেশীর পরিপ্রেক্ষিতে সমিতি ইচ্ছা অনুযায়ী কিস্তি আদায় করে থাকে। লক্ষ্যণীয় যে, ঋণের কিস্তি ছাড়াও সমিতি সকল (১০০)

সদস্যার কাছ থেকে সপ্তাহে ১০/- টাকা সঞ্চয় বাবদ গ্রহণ করে থাকে এবং সঞ্চয় বহিতে তা লিপিবদ্ধ থাকে। ৫ বছর পর ৫% হারে সুদসহ আসল ফেরত দেয়া হবে। যে কোন সদস্য ৫ বছরের পূর্বেই সঞ্চয়কৃত টাকা উত্তোলন করতে পারবে, তবে সেক্ষেত্রে সুদ ছাড়া শুধু আসল টাকাটাই দেয়া হবে বলে উত্তরদাতারা জানায়।

সারণী ৮ । উত্তরদাতাদের প্রাপ্ত ঋণের বিবরণ

ঋণের পরিমাণ	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
২০০০	২১	৪৩.৭৫
৩০০০	২৩	৪৭.৯২
৪০০০	৩	৬.২৫
৫০০০	১	২.০৮

উত্তরদাতাগণ ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত কিনা এর জবাবে ৭২.৯২% না সূচক, ১৮.৭৫% হ্যাঁ সূচক, ৮.৩৩৫ মহিলা কোন মন্তব্য করেননি। ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয় বলে যে সকল মহিলা মত প্রকাশ করেন তাদের যুক্তি হলো ২০০০-৩০০০/- দিয়ে বর্তমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে লাভজনক অর্থনৈতিক কাজে বিনিয়োগ করে কাঙ্ক্ষিত অর্থ উপার্জন করা সম্ভব নয়। টাকার পরিমাণ আরো অধিক (অন্ততপক্ষে ৫-১০ হাজার টাকা) হলে যে সমস্ত পেশায় তারা নিয়োজিত রয়েছে তা ভালভাবে পরিচালনা করে অধিক উপার্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন তথা সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

যে সমস্ত মহিলারা (১৮.৭৫%) ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত বলে মনে করেন তারা বলেন, বেশী পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করে প্রত্যাশা অনুযায়ী লাভ না হলে

ঋণের কিস্তি দেয়া সম্ভব নয়। যেহেতু তারা অত্যন্ত দরিদ্র এবং ঋণের টাকা পরিশোধ করার মত অন্য কোন সম্পদ বা আয়ের উৎস নেই তাই বর্তমানে দেয় পরিমাণকেই পর্যাপ্ত বলে মনে করে। তাদের যুক্তি হলো, "কম পরিমাণ ঋণ নিব, আস্তে আস্তে পরিশোধ করার পর দরকার হলে পুনরায় নিব।" দুবেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছে এটাই তাদের কাছ বড় বলে মনে হয়। এটা ছাড়া জীবনে আরো যে কিছু চাওয়া পাওয়ার আছে সেটা তারা ভুলেই গেছে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রের আবর্তে পড়ে। দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের করে আনার জন্য সরকারেরও তেমন সুদূর প্রসারী উদ্যোগ নেই, যারা দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত তাদেরও প্রচেষ্টার কমতি রয়েছে। ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত কি না সে বিষয়ে ৮.৩৩% মহিলা কোন মন্তব্য করেনি।

জীবন যাত্রার মান

উত্তরদাতা মহিলাদের জমির মলিকানা, বাসগৃহের অবস্থা, খাবার পানির উৎস, লেট্রিন সুবিধা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জীবনযাত্রার মানের অবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে। সারণী ৯-এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৪৭.৯২%) মহিলা ১ বিঘার কম পরিমাণ জমির মালিক। অপরদিকে ৩-৪ বিঘা পরিমাণ জমি রয়েছে এমন মহিলার সংখ্যা সবচেয়ে কম (২.০৮%)। মহিলাদের অধিকাংশের (৭৭.০৮%) বাড়িতে কাঁচা ঘর। মাত্র ৮.৩৩% মহিলার বাড়িতে পাকা ঘর আছে এবং ১৪.৫৮% মহিলা আধাপাকা বাড়িতে বসবাস করে। অধিক সংখ্যক (৫০.০০% ও ৪.১৬%) মহিলারা জানায় তাদের খাবার পানির উৎস হলো টিউবওয়েল। উত্তরদাতা মহিলাদের ৪৭.৯২% ল্যাট্রিন সুবিধা ভোগ করে এবং ১৬.৬৬% মহিলা এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেনি। জীবনযাত্রার মানের বর্তমান অবস্থা দারিদ্র মুক্ত স্বচ্ছল জীবন কাঠামোর ইংগিত বহন করে না। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই (৬৬.৬৭%) ভূমিহীন বা ১ বিঘার কম জমির মালিক। প্রকল্প ঋণ তাদের জীবনধারণ কাঠামোয় তেমন কোন পরিবর্তন আনতে পারছে না।

সারণী ৯। উত্তরদাতাদের বর্তমান জীবনযাত্রার মান

জীবনযাত্রার মান		উত্তরদাতা	
		গণসংখ্যা	শতকরা (%)
জমির মালিকানা	ভূমিহীন	৯	১৮.৭৫
	১ বিঘার কম	২৩	৪৭.৯২
	১-২ বিঘা	১২	২৫.০০
	২-৩ বিঘা	৩	৬.২৫
	৩-৪ বিঘা	১	২.০৮
বাসগৃহ	কাঁচা	৩৭	৭৭.০৮
	আধাপাকা	৭	১৪.৫৮
	পাকা	৪	৮.৩৩
খাবার পানির উৎস	কুয়া	২২	৪৫.৮৩
	টিউবওয়েল (সাধারণ)	২৫	৫০.০০
	টিউবওয়েল (একক)	২	৪.১৬
লেট্রিন	না	১৭	৩৫.৪২
	হ্যাঁ	২৩	৪৭.৯২
	মন্তব্য নেই	৮	১৬.৬৬

সমস্যা ও সুপারিশ

প্রকল্প এলাকা, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান, কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংগঠন ও সমিতিসমূহ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে কতিপয় সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। সমস্যাদির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছেঃ

১) অপর্যাপ্ত ঋণ প্রাপ্তি প্রকল্পভুক্তদের জন্য একটি সাধারণ সমস্যা। মবিঅ এর জটিল ঋণ দান প্রক্রিয়া, অনমনীয় প্রশাসন ব্যবস্থা এবং ঋণের জন্য আবেদন পেশ ও ঋণ উত্তোলনের মাঝে সুদীর্ঘ সময় সদস্যদের ঋণ প্রাপ্তিতে অনাবশ্যক সমস্যা সৃষ্টি করে। পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা হয়েছে যে, বৃত্তিমূলক বিষয়ে যে সব মহিলারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের অনেকেই ঋণ পাননি। আবার যারা ঋণ পেয়েছেন তাদের অধিকাংশের (৯১.৬৭%)

ঋণের পরিমাণ ২০০০-৩০০০/- (সারণী ৮) যা তাদের ভাষায় প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এই অপ্রতুলতার কারণে তারা স্বাবলম্বী হতে পারছেন না। অপরদিকে যারা ঋণ পাননি তারা তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে পারছেন না।

২) সদস্যাদের কাছ থেকে সাপ্তাহিক অতিরিক্ত সঞ্চয় (১০টাকা) নেওয়ার বিধান না থাকলেও সংগঠন তা নিয়ে থাকে। এতে দরিদ্র মহিলাদের চেয়ে সংগঠন উক্ত সঞ্চয় দিয়ে ঋণ কার্যক্রম বিস্তারের মাধ্যমে নিজেরা লাভবান হচ্ছে।

৩) ঋণ কার্যক্রম এবং তার ফলাফল সন্তোষজনক হয় না। কারণঃ

ক) যথাযথ প্রেষণা কার্যক্রমের অভাব;

খ) সমিতির অপ্রতুল এবং সেবা প্রদানে অদক্ষ জনবল;

গ) সমিতির সদস্যরা শিক্ষিত না হওয়ায় প্রাপ্ত ঋণের সদ্ব্যবহারে অক্ষমতা;

ঘ) স্বামীদের স্ত্রীর উপার্জিত অর্থে জোরপূর্বক হস্তক্ষেপ;

ঙ) ঋণ অনাদায়ী থাকা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি দরিদ্রতা বিমোচনে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না।

৪) নিবন্ধকৃত সমিতিগুলো তাদের মূল কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরিচালনার জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক যে অর্থ সাহায্য পায় তা নিতান্তই অপ্রতুল, যার ফলে টার্গেট গ্রুপের স্বার্থে সমিতি কাযক্রম বেগবান করতে পারে না।

৫) প্রকল্প কার্যক্রম মবিঅ এর অফিস থেকে বেশ দূরবর্তী এলাকায় বাস্তবায়নাধীন। ফলে প্রতিনিয়ত প্রকল্প কার্যক্রম মনিটর, তত্ত্বাবধান এবং বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কষ্টসাধ্য হওয়ায় কাঙিক্ষত লক্ষ্য অর্জন বিঘ্নিত হচ্ছে।

৬) মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে গ্রামে শক্তিশালী মহিলা বিষয়ক সংগঠনের অভাবে প্রকল্প ঋণ কার্যক্রমে মহিলাদের অংশ গ্রহণ সন্তোষজনক হচ্ছে না।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অন্তর্নিহিত কেন্দ্রপ্রান্ত সামগ্রিক সমস্যাগুলিও প্রকল্প পরিচালনা ও বাস্তবায়নে জটিলতা বৃদ্ধি করছে। যেমনঃ

১) বাংলাদেশে সকল মন্ত্রণালয়ের (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ) উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের ছক বা ডকুমেন্টগুলি কাঠামোবদ্ধ এবং অনমনীয়। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠি এবং তাদের সমস্যাদির ব্যাপারে প্রয়োজনে কোন বিকল্প পছন্দ সম্পর্কে পরামর্শ দেবার সুযোগ প্রকল্প ধারণা উথাপনকারীদের থাকে না। এতে করে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক Botton up planning এর ধারণা তাত্ত্বিকভাবে বলা হলেও বাস্তবে তার প্রয়োগের প্রয়াস নেই। বিশ্ব ব্যাংক (১৯৯৬) এ কারণে প্রকল্পের ছক সংশোধনের সুপারিশ করেছে।

২) প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রিতার আবর্তে জর্জরিত। ১৯৯৮সালে Center for Development & Research Study (CDRS) এর বিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, ৩৩টি জিওবি প্রকল্প অনুমোদন পেতে সময় লেগেছে ৪০৬দিন (Institutional Review of WID Capability of GOB, vol. 3, 1994)। চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে প্রকল্প প্রস্তাবনাটি অন্তত ৫২ ধাপ অতিক্রম করে সম্পন্ন হয়। দাতা সংস্থার আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অনুমোদন প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করে। ফলে অনেক সময় এমনও হয় যে, প্রকল্পভুক্ত এলাকার টার্গেট গ্রুপের চিহ্নিত সমস্যার তীব্রতা ততদিনে হ্রাস পেতে থাকে।

৩) প্রকল্প চিহ্নিতকরণের মূল সমস্যা হলো প্রকল্প ধারণা গঠন এবং প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট কৌশল ও প্রক্রিয়ার অভাব। ফলে প্রায়শঃ সমস্যার তীব্রতার চেয়ে প্রকল্প চিহ্নিতকরণে সম্পদের প্রাপ্যতা ও দাতাগোষ্ঠির ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হয়। ফলশ্রুতিতে টার্গেট গ্রুপের বা জাতীয় সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যাহত হচ্ছে।

৪) আই.এম.এ.ডি'র ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বার্ষিক রিপোর্টগুলি কেবলমাত্র প্রকল্পের ভৌত কাঠামোর অগ্রগতির উপর দৃষ্টি দিয়ে প্রণীত হয়; কিন্তু গুণগত ইস্যুগুলোতে যেমন প্রকল্পের সুবিধাদির সুষম বন্টনের উপর আই.এম.এ.ডি সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রণয়ন করে না। ফলে বর্তমান ব্যবস্থায় প্রকল্পের মাধ্যমে টার্গেট গ্রুপের (মহিলাদের) জন্য কী ধরনের বা কী পরিমাণ সুবিধা (benefits) বর্ধিত হারে যুক্ত হচ্ছে অথবা হচ্ছে না তা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। ফলে প্রকল্পে কার্যকরী এবং

প্রত্যাশিত কর্মসূচির সংযোজন অনুপস্থিত থাকে।

৫) প্রকল্প প্রণয়নের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া যেমন তথ্য সংগ্রহ, বেইজ লাইন সার্ভে, চাহিদা নিরূপণ ইত্যাদি সময়ের অভাবে যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় না। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের অভাব এবং দাতা গোষ্ঠীর বিলম্বে বরাদ্দ প্রদানসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দুষ্প্রাপ্যতা প্রকল্পের ফলপ্রসু বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

৬) রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতির কারণেও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিত হয়। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ ব্যহত হয় এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির কারণে বরাদ্দকৃত সমুদয় টাকা সঠিক খাতে ব্যয় না হওয়ায় প্রকল্পের অগ্রগতি এবং স্থিরকৃত টার্গেট অর্জন ব্যহত হচ্ছে। এ ছাড়া অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হওয়ায় বিগত সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা নতুন সরকার প্রায়শই আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়। উপরন্তু বিদেশী দাতাগোষ্ঠী একই কারণে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রায় বন্ধ করে দেয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ফলে প্রকল্প কার্যক্রমের গতি মাঝ পথে স্থবির হয়ে যাচ্ছে।

সুপারিশসমূহ

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমষ্টিভিত্তিক কর্মসূচি প্রকল্পের পরিচালিত গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত কতিপয় সুপারিশ প্রস্তাব করা হলোঃ

- প্রকল্পের সমুদয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং লক্ষ্য অর্জনে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্ধ করা প্রয়োজন।
- শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট নয়। তাই প্রকল্প কার্যক্রমে অবশ্যই প্যাকেজ প্রোগ্রাম সন্নিবেশিত থাকবে। সেখানে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলাদের সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনকে উৎসাহিত করার নীতি যুক্ত হবে।
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোকে ফলপ্রসু কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্নমুখী সমস্যা যেমন নিম্ন পদমর্যাদা, অপর্যাপ্ত লজিষ্টিক সুবিধাদি, গতানুগতিক প্রশিক্ষণ, অযৌক্তিক কর্ম বিশ্লেষণ, অপর্যাপ্ত দিক নির্দেশনার সমাধান প্রয়োজন। জেলা এবং থানা পর্যায়ের মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের চাকরীর

গ্রেড ও অন্যান্য সুবিধা বাড়ানো প্রয়োজন যাতে অন্যান্য অফিসের অনুরূপ কর্মকর্তাদের সম্মান ও পদমর্যাদা ভোগ করতে পারে।

- প্রকল্পগুলিতে ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের স্বাবলম্বী করার পরিবর্তে গ্রাম পর্যায়ে ছোট ছোট শিল্প কারখানা ও কুটির শিল্প স্থাপন করে গ্রামের মহিলাদের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন। শুধুমাত্র গৃহ-অভ্যন্তরে আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের গতানুগতিক জীবন ধারায় পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব নয়। সেখানে এসব কারখানাগুলো শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্রের মতোই মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী অবকাঠামো মবিঅ-এর প্রযুক্তি বাছাইয়ের কাজটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করা প্রয়োজন। প্রচলিত দেশজ প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রম অপসারণ না ঘটিয়ে উৎপানদশীলতা বৃদ্ধি করে প্রকল্প প্রণয়নের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে দরিদ্র মহিলাদের কর্ম-সংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কারণ, আধুনিক শ্রম অপসারণকারী, পুঁজিঘন প্রযুক্তিতে বৃহৎ বিনিয়োগ দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে ফেলে।
- প্রত্যক্ষ কৃষিকর্মে মহিলাদের অশংগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী খাস জমি বিভিন্ন মহিলা গ্রুপের মধ্যে বন্টন করে সময়মত প্রয়োজনীয় ঋণ ও উপকরণ সরবরাহ করার কর্মসূচি রেখে প্রকল্প ডিজাইন করলে কৃষি ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে।
- প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রপঞ্চ অনুশীলন এবং তৎ সংগে প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুশীলন করে টার্গেট গ্রুপের উপর উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব দক্ষতার সাথে নিরূপণের কৌশল স্থির করা প্রয়োজন।
- জাতীয় পর্যায়ে গ্রাম ও শহর এলাকায় মহিলাদের বিভিন্নমুখী পেশার উপর জরিপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণের জন্য তথ্য সেন্টার বা লাইব্রেরী স্থাপন করা প্রয়োজন। কারণ, সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রণয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

- প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংগঠনগুলো দক্ষতার উপর ভিত্তি করে দল গঠন করতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের কর্মকান্ডে মহিলাদের দক্ষতা অনুসারে বিভক্ত করে একেকটি দল গঠন করা যেতে পারে। এতে করে প্রকল্প কার্যক্রমে সদস্যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সমাবেশ (mobilige) করার ক্ষেত্রে শ্রম, সময় ও ব্যয়- সবই সংকুচিত হবে। এজন্য নমনীয় আচরণ বিধি প্রণয়ন করাই অধিক যুক্তিসংগত।
- প্রশিক্ষণ অনুযায়ী প্রকল্প ঋণের ব্যবহার সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সদস্যদের প্রকল্প ঋণ যে কাজে দেয়া হয়েছে তা উক্ত কাজে বিনিয়োগ করে তার লভ্যাংশ দ্বারা ঋণ পরিশোধে বরাবরই তারা ব্যর্থ হয়ে থাকে। ফলে মহিলারা উপার্জনমুখী কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।
- প্রকল্পের আওতায় অনাদায়ী ঋণ আদায় করে তা পুনরায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে বিতরণের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে মবিঅ-কে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন এবং যে সব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা ঋণ সুবিধা না পাবার কারণে লব্ধ দক্ষতা কাজে লাগাতে পারছে না তাদের ঋণের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- বস্তুত দারিদ্র্য বিমোচন, কিংবা নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কিংবা উৎপাদনক্ষম জনসম্পদ হিসেবে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে জিও এনজিও কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণদান প্রকল্পগুলি সর্বাংশে তাদের উৎপাদনশীল স্বনির্ভর জনসম্পদে পরিণত করতে বরাবরই ব্যর্থই হচ্ছে। কারণ, বৃটিশ প্রবর্তিত সরল কিংবা ঘূর্ণায়মান সুদে ঋণদান প্রথা আজন্ম একটি শ্রেণীকে ঋণগ্রস্ততার কঠিন বেড়িতে আবদ্ধ রাখছে। অথবা কখনও কখনও সর্বশান্ত অবস্থায় তাদের প্রাক জীবন ধারায় ফিরিয়ে দিচ্ছে। কার্যতঃ ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ্যগোষ্ঠীকে উপার্জনক্ষম জনসম্পদে পরিণত করার অভিজ্ঞতা দৃষ্টিগোচর হয় না বললেই চলে। সুতরাং জনশক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনেই ঋণ প্রকল্পের ধারণা, প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়ার পরিবর্তন আবশ্যক।
- সর্বোপরি নারী উন্নয়ন, সমতার লক্ষ্য ও দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে মহিলা

বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি সুস্পষ্ট জাতীয় বিবৃতি (National Statement) প্রণয়ন করে তা জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার (National Action Plan) সাথে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

উপসংহার

সার্বিক আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে আগের তুলনায় অনেক বেশী সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের অনেকেই পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচনের বাস্তব চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। যেমন- দারিদ্র্যের একটি অন্যতম সূচক হলো দৈনিক ন্যূনতম ২০০০ ক্যালরির খাদ্যের যোগান বিদ্যমান থাকা। পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে ৬৮.৭৫% মহিলাই উক্ত পরিমাণ খাদ্যের যোগান দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাছাড়া দারিদ্রের অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্যই এ সকল মহিলার পরিবারে বিদ্যমান। ঋণ গ্রহীতা এ সকল মহিলা যে চরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে তা প্রাপ্ত তথ্য থেকে অনুমেয়। সঞ্চয়, ঋণ দান এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের বিষয়টি একটি সাফল্যজনক উদ্যোগ বলে মনে হলেও বাস্তবে তা সত্য নয়। যথার্থ প্রশিক্ষণের অভাব, বিশেষায়িত পেশায় মহিলাদের অপর্যাপ্ত দক্ষতা, বর্তমান ঋণের পরিমাণ এবং তা বরাদ্দ করার ও পরিশোধের উপায়, স্বল্প বিনিয়োগ এবং অপ্রতুল উদ্বৃত্ত- এসবই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। দেশীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে দরিদ্রতা হয়তো সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব নয়। কিন্তু সহনশীল ও গঠনমূলক রাজনৈতিক কর্মসূচি, কেন্দ্রপ্রান্ত প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের দৃঢ় অঙ্গীকার চরম দারিদ্র্যতার কাঠিন্যকে খানিক হলেও তরল করতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

আখতার, তাহ্‌মিনা (১৯৯৫) *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট।* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

আহমেদ, নাসির উদ্দীন, মনজুরুল হক (১৯৯৩) *প্রকল্পের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও প্রকল্পচক্র।* নাসির উদ্দীন আহ্‌মেদ ও ডক্টর মোহাম্মদ তারেক (সম্পাদিত) উন্নয়ন অর্থনীতি ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

ইয়াসমিন, তাহেরা (১৯৯৪) *মহিলা, কাজ ও এনজিও এক বাস্তব চিত্র।* ঢাকাঃ গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৪) *বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি।* ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা।

উইমেন ফর উমেন (১৯৯৫) *নারী ও উন্নয়ন ঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান।* ঢাকা।

কাফী, এ শরীফ (১৯৯৩) *দুর্যোগ ও দুস্থ নারী বারোটি ঘটনা সমীক্ষা।* ঢাকাঃ প্যাষ্ট বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৭) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের সম্মিলিত প্রতিবেদন। ঢাকাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বেগম, নাজনিন নুর (১৯৯২) *উপার্জন ও সামাজিক অবস্থান ঃ নীলগঞ্জের মহিলা।* ঢাকাঃ নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা।

বেগম, মালেকা (১৯৯৬) *নারীর চোখে বিশ্ব ঃ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন।* ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশ।

মঈন, জুলিয়া (১৯৯৮) *গ্রামীণ কর্মজীবি মহিলাদের ভূমিকা, মর্যাদা ও পরিবর্তনের ধারাঃ একটি গ্রাম পর্যায় সমীক্ষা।* সমাজ নিরীক্ষণ, নং ৬৮, ঢাকা।

মওদুদ, বেবী (১৯৯৪) *বাংলাদেশের নারী।* ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী।

সালাউদ্দিন, খালেদা (১৯৯০) *আধুনিক সমাজ ও বাংলাদেশের নারী।* ঢাকাঃ পালক পাবলিশার্স ।

হোসেন, আমজাদ (১৯৯৫) *বাংলাদেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দুরীকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি।* ঢাকাঃ পড়ুয়া প্রকাশনী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৪) বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৯৩-৯৪) ঢাকা। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮) বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৯৭-৯৮) ঢাকাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর।

দৈনিক সংবাদ (৬/৭/১৯৯৯)।

দৈনিক সংবাদ (১৮/০১/২০০০)।

দৈনিক ইত্তেফাক (৭/০২/২০০০)।

নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, নারীর আয়, কর্মসংস্থান ও ঋণ সুবিধা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ।(১৯৮৬) উবিনীগ কর্মশালা, ঢাকা।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (২০০০), বার্ষিক ডায়রী (১৯৯৯), ঢাকা।

Akther, Salma (1998) *Women and development in the Third World,* Exogenous and Endogenous Factors : *NGOs and Empowerment of Women.* Social Science Review, Vol.-15,No-1.

Duza, Asfia and Hamida Akther Begum (1993) *A perspective of Gender and Development in Bangladesh.* Dhaka: Women for Women.

Planning Processes and Women's Development (1997). Vol-3, Institutional Review of WID *Capability of the government of Bangladesh.* Dhaka: MWCA.